প্রসঙ্গ 'মৃত্যু' ঃ প্রাচ্য ভাবনা

সোমা চক্রবর্তী

''জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর হয় রে জীবন নদে?''

'জীবন, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়কাল, নদীর সঙ্গেই তুলনীয়। জন্মে যে জীবন নদীর উৎপত্তি মৃত্যুতেই তার পরিসমাপ্তি। জন্মলগ্ন থেকেই শুরু মৃত্যু পানে ছুটে চলা। ভাষায়, ''জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা/ হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা/ মৃত্যুর দক্ষিণ হস্তে— নূতন অরুণলিখা/ যাবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত

মৃত্যু যে জাত ব্যক্তিমাত্রের জীবনে এক অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ —এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু 'মৃত্যু' -এর অর্থ কী? মৃত্যুর পর আছে কি পুনর্জন্ম?— এ সব প্রশ্ন বিতর্ক পূর্ণ। ভারতীয় দর্শনে দেহাত্মবাদী চার্বাকগণের মতে, আত্মা উৎপত্তি - বিনাশশীল। আত্মার আর পুনর্জন্ম নেই। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত প্রমুখ দার্শনিকগণের মতানুযায়ী, মৃত্যু যেমন জাত ব্যক্তিমাত্রের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী তেমনই মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর পর পুনর্জন্মও অনিবার্য। গীতায় তাই উক্ত হয়েছে— ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।''

জন্মান্তরবাদীগণের প্রতি এখন এ প্রশ্ন উত্থাপন স্বাভাবিক যে, জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু কি আদৌ সম্ভবপর? আত্মা দেহাতিরিক্ত পদার্থ হওয়ায় উৎপত্তি - বিনাশশীল দেহের বিনাশরূপ মৃত্যুতে জীবাত্মার মৃত্যুও কি সংঘটিত হবে? অন্যভাবে বলা যায় যে, দৈহিক মৃত্যুতে জীবাত্মার মৃত্যুও কি সম্পন্ন হবে?

আলোচ্য প্রশ্নাবলির উত্তরে দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় দার্শনিকগণের অভিমত হল এরূপ ঃ জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু আদৌ সম্ভবপর নয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে জন্ম - মৃত্যুরহিত, নিত্য। পঞ্চভূতাত্মক দেহই মরণস্বভাব। গীতা অনুসারে—

''না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচ্চিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
আজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরোনো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।''

হিন্দুধর্মানুসারে, জীবাত্মার দেহধারণ বা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াই হল জন্ম; আর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মার দেহত্যাগই হল মৃত্যু। এ প্রসঙ্গে গীতার উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি;
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।''

অর্থাৎ, জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক লোকে যেরূপ নববস্ত্র পরিধান করে, সেরূপ জীবাত্মা পুরোনো দেহ পরিত্যাগপূর্বক নবদেহ ধারণ করে।

বেদান্ত মতে, জন্ম মৃত্যুকালে যে দেহধারণ ও দেহত্যাগ বা দেহনাশের কথা উক্ত হয়েছে তা সুক্ষ্ম দেহ নয়, তা হল স্থুল দেহ। অর্থাৎ, মৃত্যুতে স্থূলদেহের নাশ হলেও সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না। বেদান্ত মতে, পরলোক এবং দেহনাশ ও দেহান্তর প্রাপ্তির অর্থাৎ, মৃত্যু ও পুনর্জন্মলাভের মধ্যবর্তীকালে জীবের ভোগনির্বাহের নিমিত্ত মন ও বুদ্ধিযুক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এর সমন্বয়ে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সূক্ষ্ম শরীর স্থায়ী থাকে। অর্থাৎ, অভিমানরূপ সম্বন্ধই পুরুষ বা আত্মায় জন্ম। সাংখ্য পরিভাষায়—

'নিকায়বিশিষ্টাভপূর্বাবিদেহেন্দ্রিয়মনোদুহঙ্কার বুদ্ধি বেদনাভিঃ
পুরুষস্যদুভিসম্বন্ধোল জন্ম''।

আর উক্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অভিসম্বন্ধরূপ জন্মলাভের পর সেগুলির পরিত্যাগই মৃত্যু। সাংখ্যের ভাষায়—

''দেহাদীনামুপাত্তানাং পরিত্যাগো মরণম্''।

জন্মের লক্ষণে ব্যবহৃত 'নিকায়' শব্দের দ্বারা এস্থলে যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরিণাম জ্ঞান পরস্পর মিলিতভাবে এক প্রয়োজনসাধক হয় তাকে বোঝানো হয়েছে। 'অপূর্ব' কথার অর্থ হল নতুন। জন্মের লক্ষণে 'অপূর্ব' পদ সংযোজিত হওয়ায় 'দেহ-ইন্দ্রিয়াদি' শব্দ দ্বারা সূক্ষ্মশরীর বোধিত হয় না, মাতৃগর্ভস্থ স্থূলদেহই বোধিত হয়। এরূপ স্থূলদেহের সঙ্গে অভিসম্বন্ধই পুরুষ বা আত্মার জন্ম এবং তার সঙ্গে পরিত্যাগই মৃত্যু। মৃত্যুতে স্থলদেহে বিনষ্ট হলেও, সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয় না।

ন্যায় - বৈদেশিক দর্শনেও দেহের উৎপত্তি ও বিনাশই যথাক্রমে জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যুরূপে গণ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ন্যায় বৈশেষিক মতে, প্রতি জীবাত্মাই সর্বব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও একটি জীবের সুখদুঃখাদিভোগ একটি নির্দিষ্ট শরীরের মাধ্যমেই উপলব্ধি হয়। এজন্য শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়। শরীরের সঙ্গে জীবাত্মার যে সম্বন্ধবশত এই সুখদুঃখভোগ নিয়মিত হয়, তার 'অবচ্ছেদকতা' নামক সম্বন্ধ না থাকায় কোনো জীব অন্যের শরীরের আঘাতজন্য দুঃখ অনুভব করে না, অথবা অন্য কোনো শরীরের উৎপত্তি - বিনাশবশত তার জন্ম বা মৃত্যু হয় না।

মরণস্বভাব স্থূলদেহ হল পঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ, ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু এবং ব্যোম বা আকাশ—এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে দেহ গঠিত। এই পঞ্চভূত পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হয়ে জীবদেহে অবস্থান করে। ক্ষিতি ত্বক, মাংস, অস্তি, মজ্জা, স্নায়ুরূপে, জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস, শোণিতরূপে; তেজ, অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা, জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত, ঘ্রাণ,মুখ, হৃদয়, কোষ্ঠরূপে; এবং বায়ু প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান্যরূপে অবস্থিত। জীবাত্মা এই পঞ্চভৌতিক দেহে ব্যাপ্ত হয়ে শারীরিক কার্য্যসমূহ সম্পাদন করে। মহর্ষি ভৃগুর মতে, শরীর মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় মানসিক জ্যোতিই জীবাত্মা। অগ্নি, তাঁর মতে, জ্ঞানময় জীবস্বরূপ। এই অগ্নি মস্তকে অবস্থান পূর্বক শরীরকে রক্ষা করে। মস্তকস্থিত অগ্নি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। অগ্নি নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্ধ্বভাগে অবস্থিত প্রাণবায়ুর সাহায্যে নাভিমণ্ডলে অবস্থানপূর্বক প্রাণীগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। জঠরানল (যা 'উষ্মা' পঞ্চবায়ুর দ্বারাই শর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। অগ্নি এরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সাহায্যে শরীর রক্ষা করে।

কিন্তু মৃত্যুকালে শরীরস্থিত উষ্ম প্রবল বায়ু প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হয় এবং ফলস্বরূপ দেহ উত্তপ্ত হয় ও প্রাণ রুদ্ধ করে সমুদায় মর্মস্থান ভেদ করতে থাকে। 'মর্ম' হল শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায়। 'মর্ম' নামক শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায় পরস্পর ভিন্ন হলে জীবাত্ম ওই সমুদায়কে পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হওয়ায় জীবাত্মা সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিষয়ের পরিজ্ঞানে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ, সে জীবাত্মা শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনা করে, রূপরসাদি জ্ঞান লাভ করে, বুদ্ধি রুদ্ধ হওয়ায় সেই জীবাত্মা

এ সকল বিষয় অবহত হতে অসমর্থ হয়। আশ্রয়চ্যুত জীবাত্মাকে তখন বায়ু প্রবল বেগে চালিত করে এবং জীবাত্মার পরিত্যক্ত অচেতন, উষ্মবিহীন দেহ তখন মৃত বলে গণ্য হয়। এভাবে দৈহিক মৃত্যু সম্পন্ন হলেও জীবাত্মা বাস্তবিক মৃত্যুর দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। আত্মা অনাদি অনন্ত, তাই জন্ম মৃত্যু রহিত। তবে আত্মা জন্মঃমৃত্যুরহিত হলেও মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহচ্যুত আত্মা কর্মফল ভোগের নির্মিত্ত পুনরায় নবদেহ ধারণ করে এবং শারীরিক কার্য সম্পাদন করে।

বস্তুত জন্মান্তরবাদ স্বীকারের পশ্চাতে আছে কর্মবাদের স্বীকৃতি। 'যেমন কর্ম তেমন ফলভোগ' — কর্মবাদের এই নীতি অনুযায়ী জীব তার জীবৎকালে যে সকল সৎকর্ম, শুভকর্ম সম্পাদন করে তার ফল ধর্ম বা পুণ্যরূপে এবং জীবৎকালে কৃত অসৎকর্মের ফল অধর্ম বা পাপরূপে সঞ্চিত থাকে। এই ধর্মাধর্মই দেহচ্যুত জীবাত্মার অনুগামী হয় এবং এই ধর্মাধর্মই পরলোকে ব্যক্তির অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহলোকে জীবাত্মা কিরূপ দেহ ধারণ করবে, কিরূপ সুখ-দুঃখাদি সম্ভোগ করবে, এমনিক জীবের আয়ুষ্কালেরও নিয়ন্ত্রক হল উক্ত ধর্মাধর্ম। বস্তুত কর্মবাদ অনুযায়ী ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্বক কৃত সর্ব কর্মের ফল যদি ইহজন্মে প্রাপ্ত না হয় তাহলে অপ্রাপ্ত কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনর্জন্ম গ্রহণ, অর্থাৎ বর্তমান দেহ ত্যাগের পর পুনরায় নতুন দেহধারণ অনিবার্য। এভাবেই জীব মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্মনিয়ম অনুসারে জন্ম - মৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসারচক্রে আবর্তিত হয়, জন্মের পর মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম। কবির কথাতেও পাই জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত, ''আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে/ ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে/ মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।''

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের মতো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য এ বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের অভিমত হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের অভিমত থেকে স্বতন্ত্র। আত্মবিষয়ে নৈরাত্ম্যবাদের প্রচারক বৌদ্ধগণ আত্মার স্থায়িত্ব অস্বীকার করেন। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব না থাকায় বৌদ্ধ মতে, ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ বা চিত্ত প্রবাহ। কোনো এক চিত্ত বা সন্ততি এক ক্ষণমাত্র স্থায়ী। উৎপত্তির পরক্ষণেই মরণ। অবশ্য এই ক্ষণিক মরণ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তাই তা অনুপলব্ধই থাকে। যে মৃত্যুর দৃশ্য দৃষ্ট হয়ে থাকে তা হল আয়ুক্ষমতাদির ক্ষয়বশত জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছিদজনিত মৃত্যু। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোনো এক সন্তান, অর্থাৎ সন্ততিপ্রবাহ বা চিত্তপ্রবাহের মৃত্যুদৃশ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য মৃত্যুর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে চিত্তপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয় না। কারণ, ক্ষণিক মরণকালে প্রত্যেক বিজ্ঞান সন্ততির মৃত্যু বা চিত্তের চ্যুতি অপর জন্মের নববিজ্ঞানের জন্ম দেয়। উক্ত পুনর্জন্মগ্রহণকারী বিজ্ঞান বা প্রতিসন্ধি চিত্তই ভবাঙ্গে পরিণত হয়। বস্তুত প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানের সঙ্গেই যুগপৎ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। নাগসেনের মতে, জীব, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার— এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধি হয় না। তাই পারমার্থিক দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণকারীরূপে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য— বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত এই দুই প্রকার সত্যের মধ্যে, বৌদ্ধ মতে, মানুষ, দেবতা, জীব ইত্যাদির পারমার্থিক সত্তা নেই। এগুলি হল ব্যবহারিক সত্য। বৌদ্ধ মতে, একমাত্র পঞ্চস্কন্ধই অস্তিত্বশীল। এই পঞ্চস্কন্ধের অবির্ভাব বা উৎপত্তিই হল জন্ম। পঞ্চস্কন্ধয়ম জীব প্রতিক্ষণে মৃত্যুবরণ পূর্বক পুনর্জন্ম লাভ করে। বৌদ্ধ মতে, কোনো এক জন্মের পঞ্চস্কন্ধ পূর্ববর্তী জন্মের পঞ্চস্কন্ধ থেকে যেমন সম্পূর্ণ অভিন্ন নয় তেমনই সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়। কারণ, বর্তমান জন্মের পঞ্চস্কন্ধ পূর্ববর্তী জন্মের মৃত্যুকালীন কর্মশক্তির প্রবাহেই উৎপন্ন হয়। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী সম্বন্ধ প্রবাহকে 'অন্তবাভব' বলা হয়।

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কিত বৌদ্ধ মতবাদ হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের উভমত অপেক্ষা বৌদ্ধ মতের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করে। অবশ্য জীবের জন্ম - মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্তনের কারণ স্বরূপ ক্রিয়াশীল কর্মনিয়ম সংক্রান্ত উভয় অভিমত অভিন্ন। ব্যক্তির কৃত শুভাশুভ কর্মের ফলস্বরূপ ধর্মাধর্মই ব্যক্তির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। গৌতম বুদ্ধের পরিভাষা—

''সব্বে সত্তা মরিস্সন্তি মরণন্তং হি জীবিতং।
যথাকম্মং গতিস্সন্তি পুঞ্ঞপাপফলূপগা।।'

অর্থাৎ, সর্ব সত্ত্বগণের মৃত্যু ধ্রুব, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তারা পাপ - পুণ্যের ফলানুসারেই গতি প্রাপ্ত হয়।

(ক) আয়ুক্ষয়জনিত মৃত্যু ঃ জন্মলোক অনুসারে পূর্বনির্ধারিত পরমায়ু ক্ষয় হলে জীবের মৃত্যু অনিবার্য। বহুক্ষেত্রে জীবের কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও আয়ুক্ষয়বশত মৃত্যু হয়ে থাকে

(খ) জনক কর্মক্ষয়বশত মৃত্যু ঃ যে কর্মশক্তির প্রভাবে জীবের জন্ম হয় সেই কর্মশক্তির ক্ষয় হলে জীবের মৃত্যু হয়। কর্মশক্তির ক্ষয়বশত আয়ুক্ষয়ের প্রাক্কালেই বহুক্ষেত্রে জীবের মৃত্যু হয়ে থাকে।

(গ) উভয়ক্ষয়জনিত মৃত্যু ঃ জনক কর্ম ও পরমায়ু এই উভয়ের ক্ষয় হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এরূপ মৃত্যুকে বলা হয় উভয়ক্ষয় মরণ।

পূর্বোক্ত তিন প্রকার মৃত্যুকে বলা হয় কালমরণ। চতুর্থ যে কারণবশত মৃত্যু হয়ে তাকে তা হল—

(ঘ) উপচ্ছেদক কর্মবশত মৃত্যু ঃ যে কর্মশক্তির প্রভাবে জীবের জন্ম হয় সেই কর্মশক্তি অপেক্ষা বলশালী পূর্বজন্মকৃত কর্মপ্রভাবে আয়ু থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে মৃত্যু হয়ে থাকে। এরূপ মৃত্যুকে বলা হয় অকালমরণ।

বৌদ্ধ মতে, মৃত্যু পূর্বোক্ত যে কারণেই হোক না কেন 'মৃত্যু ধ্রুব'— এই সত্যের উপলব্ধি কলহ বিবাদ, শত্রুতা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে প্রশমিত করতে পারে। মৃত্যু নিশ্চিত হলেও মৃত্যুক্ষণ অনিশ্চিত। তাই যে-কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে। বৌদ্ধ মতে, এরূপ মৃত্যুভাবনা মানুষকে অধর্মানুষ্ঠান করা যেতে নিবৃত্ত করতে পারে। তাই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ ধর্মানুশীলনকারীদের মৃত্যু ভাবনার উপদেশ দিয়েছেন।

জন্মান্তরবাদ বিষয়ে মতভেদ থাকলে নির্বাণ বা মোক্ষেই যে সংসারচক্রের নিবৃত্তি সম্ভব— এ বিষয়ে বৌদ্ধগণ মোক্ষবাদী হিন্দু ধর্মালম্বীগণের সঙ্গে একমত হয়েছে। সকাম কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত যে সংসারচক্রে আবর্তন সেই সংসারচক্রের নিবৃত্তির জন্য আবশ্যক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কাম কর্মের। অবশ্য নিষ্কাম কর্ম মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক হলেও পর্যাপ্ত নয়, অবিদ্যা বা অজ্ঞতার নিবৃত্তিও আবশ্যক। অবিদ্যা বা অজ্ঞাতাবশতই মোহ, অভিমান, অহংকার এর উৎপত্তি হয়। এই অহংকার, অভিমানই সংহারের কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''মানুষের অহংকার পটেই/ বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।'' এই অহংকার, অভিমানের কারণ হল অজ্ঞতা। জীব অজ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হয়ে মোহবশত বারংবার বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক জরা - মরণাদি দুঃখের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করেই অজ্ঞানসাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, আর এই অজ্ঞানসাগর উত্তরণের মাধ্যমেই সম্ভব নির্বাণলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি। বৌদ্ধ 'নির্বাণ' ও হিন্দু 'মোক্ষ' এর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মোক্ষপ্রাপ্তি বা নির্বাণ লাভ হলে যে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না— এ বিষয়ে বিতর্কে অবকাশ নেই। আর পুনর্জন্ম গ্রহণ না হলে মৃত্যুর প্রশ্ন ও অবান্তর। অজ্ঞতার নিবৃত্তিকে যদি অজ্ঞতার বিনাশ বা মৃত্যুরূপে গণ্য করা হয় তাহলে এ সিদ্ধান্তই অনুসৃত হয় যে, অজ্ঞতার মৃতুওই তথাকথিত জন্ম - মৃত্যুর চক্রব্যুহ থেকে মুক্তি লাভের পথিকৃৎ।